দৈনিক বাংলা

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

০৪

তারিখ 19 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: বৃহস্পতিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৩৯৩ : ১৯শে মার্চ, ১৯৮৭

ভর্তি ফরম ও ভর্তি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির আবেদনপত্র বিক্রি করে বেশ ভালো টাকাই পেয়েছে। মোট পাঁচশ উনচল্লিশটি আসনের জন্যে আবেদনপত্র জমা পড়েছে দশ হাজার দু'শ বিরানব্বইটি এবং আবেদনের ফরম বিক্রি থেকে এসেছে মোট পাঁচ লাখ চৌদ্দ হাজার ছ'শ টাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একটা বাড়তি আয়, এবং তা যদি উল্লেখযোগ্য অংকে উন্নীত হয়, মন্দ কিছু নয়। ভর্তির ফরম বিক্রি করে এখন প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই বেশ কিছু গুছিয়ে নিতে পারছে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তো বলতে গেলে কম দামেই তাদের ফরম ছেড়েছেন। এই ঢাকা নগরীতেই কোন কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ফরম একশ কিংবা তারো বেশী দামে বিকায়। আমাদের বক্তব্যের লক্ষ্য অন্যত্র। ভর্তি ফরমের এই বিপুল চাহিদা, এমন চড়া দাম সত্ত্বেও শিক্ষা পরিস্থিতির উপর কোন আলো ফেলছে তা তলিয়ে দেখা। অন্যসব জটিলতা বাদ দিলে বিষয়টা এমনিতে সন্তোষজনক। তবে এতে সংকটের তীব্রতা প্রতিফলিত।

প্রশ্ন হচ্ছে, সন্তোষজনক এ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা ওঠানো কতটা সম্ভব হচ্ছে? কৃষি প্রভৃতি বিশেষায়িত শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি খুবই স্বাভাবিক। বিপুল সংখ্যক আগ্রহীর চাহিদা পূরণের সঙ্গতি আমাদের না থাকাও খুব অসঙ্গত কিছু নয়। তবু সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যেটুক সুযোগ বা সঙ্গতি আমাদের আছে, তার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে কি? কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সীমিত। সেই সীমিত আসনের প্রত্যেকটি কি সত্যি ব্যবহৃত হচ্ছে? দৃষ্টি যদি অন্যদিকে প্রসারিত করা হয় প্রশ্নের সম্ভাব্য জবাবের আভাস অন্তত মিলবে। এ বছরই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে একশ বিরানব্বইটি আসন শূন্য পড়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অনুষদে ভর্তির জন্য তুলকালাম কান্ড চলে। অথচ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই দেখা যায় সর্বত্রই কিছু আসন খালি পড়ে আছে। কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হতে পারে এমন বিশ্বাসের কারণ নেই।

চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি কিংবা অপর যে কোন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ব্যয়বহুল ব্যাপার। আসন অনুপাতে ব্যয়ের হিসেব করা হলেও শ্রেণীতে কয়েকটি আসনের অব্যবহার সার্বিক ব্যয়ে তেমন তারতম্য ঘটাতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিটি শূন্য আসনের জন্যে বেশ মোটা অংকের টাকা গচ্চা দিতে হয়। অন্যদিক নিজ পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ না পেয়ে সূচনাতেই অনেক তরুণের জীবনে হতাশা নেমে আসে। অব্যবহৃত প্রতিটি আসন তাই সীমিত সম্পদ আর মানবশক্তির বিপুল অপচয় ঘটিয়ে চলেছে। আর যাই হোক, এ ধরনের অপচয়ের বিলাসিতা আমাদের সাজে না।

আমরা তাই আশা করবো, ফরম বেচে রোজগার বাড়ানোর চাইতে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বর্তমান সুযোগের পূর্ণ ব্যবহার অগ্রাধিকার পাবে। ভর্তির প্রাথমিক হুজুগে কিংবা বাছাই-এর অনিশ্চয়তার ফলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে অদল-বদলে যদি কোথাও শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সামান্যতম সময়ও নষ্ট না করে সে শূন্যতা পূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।